পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবম অধ্যায় - হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৯. ৭. ৫. সাধারণ কিছু নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ বা প্রতারণামূলক হত্যা / ৯. ৭. ৫. ১. এক লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ও অযোদ্ধাদের হত্যা / ৯. ৭. ৫. ২. মহিলা নবী, মহিলা ঘাতক এবং মিথ্যা ও প্রতারণা

৯. ৭. ৫. ১. এক লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য ও অযোদ্ধাদের হত্যা

“সেবহ ও সলমুন্ন প্রায় পনেরো হাজার সৈন্যের একটা দল নিয়ে কর্কোরে ছিলেন। পূর্ব দেশের সৈন্যদের মধ্যে কেবল এরাই তখন বাকী ছিল এবং এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য মারা পড়েছিল। নোবহ ও যগবিহের পূর্ব দিকে তাম্বুবাসী লোকদের পথ ধরে গিদিয়োন হঠাৎ গিয়ে সেই সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন তারা নিশ্চিন্ত মনে ছিল। সেবহ ও সলমুন্ন নামে মাদিয়ানীয়দের সেই দু’জন বাদশাহ পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গিদিয়োন তাড়া করে গিয়ে তাঁদের ধরে ফেললেন, আর তাঁদের গোটা সৈন্যদল গিদিয়োনের দরুন ভয় পেল। তিনি পনূয়েলের কেল্লাটা ভেংগে দিলেন এবং সেখানকার লোকদের হত্যা করলেন।” (কাজীগণ ৮/১০-১৭)

৯. ৭. ৫. ২. মহিলা নবী, মহিলা ঘাতক এবং মিথ্যা ও প্রতারণা

ঈশ্বরের প্রিয় প্রজাদেরর মধ্যে মহিলা নবীরাও যুদ্ধ ও হত্যায় পারঙ্গম ছিলেন। এরূপ একটা বিবরণ দেখুন: “এহূদ ইন্তেকাল করবার পরে বনি-ইসরাইলরা আবার মাবুদের চোখে যা খারাপ তা-ই করতে লাগল। কাজেই মাবুদ যাবীন নামে একজন কেনানীয় বাদশাহর হাতে তাদের তুলে দিলেন। যাবীন হাৎসোরে থেকে রাজত্ব করতেন। তাঁর সেনাপতির নাম ছিল সীষরা। তিনি হরোশৎ-হগোয়িম নামে একটা জায়গায় বাস করতেন। যাবীনের ন’শো লোহার রথ ছিল এবং তিনি বিশ বছর ধরে বনি-ইসরাইলদের উপর ভীষণ ভাবে জুলুম করে আসছিলেন। সেই জন্য বনি-ইসরাইলরা মাবুদের কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ জানাতে লাগল।

সেই সময় লপ্পীদোতের স্ত্রী দবোরা একজন মহিলা নবী ছিলেন। তিনিই তখন বনি-ইসরাইলদের শাসন করতেন। আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকার রামা ও বেথেলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দবোরা তাঁর খেজুর গাছের তলায় বসতেন আর বনি-ইসরাইলরা নিজেদের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর কাছ আসত। তিনি নপ্তালি দেশের কেদশ শহর থেকে অবীনোয়মের ছেলে বারককে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, ‘ইসরাইলীয়দের মাবুদ আল্লাহ আপনাকে এই হুকুম দিচ্ছেন, ‘তুমি নপ্তালি আর সবূলূন গোষ্ঠী থেকে দশ হাজার লোক সংগে নাও এবং তাবোর পাহাড়ের দিকে তাদের নিয়ে যাও। আমি যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে তার সৈন্যদল ও রথসুদ্ধ কীশোন নদীর কাছে নিয়ে যাব এবং তোমার হাতে তাদের তুলে দেব।’

বারক দবোরাকে বললেন, ‘আপনি যদি আমার সংগে যান তবেই আমি যাব, তা না হলে আমি যাব না।’ দবোরা বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি আপনার সংগে যাব, কিন্তু এই যুদ্ধে জয়ের গৌরব আপনি পাবেন না, কারণ মাবুদ একজন স্ত্রীলোকের হাতে সীষরাকে তুলে দেবেন।’ এই কথা বলে দবোরা বারকের সাথে কেদশে গেলেন। বারক সেখানে সবূলূন ও নপ্তালি বংশের লোকেদের ডাকলেন। তাতে দশ হাজার লোক তাঁর সংগে গেল। আর দবোরাও তাঁর সংগে গেলেন। এর আগেই হেবর নামে এক কেনীয় (Heber the Kenite) অন্যান্য কেনীয়দের, অর্থাৎ

মূসার শ্বশুর শোয়াইবের (Hobab) বংশধরদের ছেড়ে কেদশের কাছে সানন্নীমের এলোন গাছের পাশে তাঁর তাম্বু ফেলেছিলেন। যখন সীষরা এই খবর পেলেন যে, অবীনোয়মের ছেলে বারক তাবোর পাহাড়ে উঠে গেছে তখন তিনি তাঁর ন'শো লোহার রথ আর তাঁর সমস্ত লোকদের জমায়েত করে নিয়ে হরোশৎ-হগোয়িম থেকে কীশোন নদীর ধারে গেলেন।

তখন দবোরা বারককে বললেন, "আপনি এগিয়ে যান, মাবুদ আজকেই সীষরাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। মাবুদ তো আপনার আগে আগে গেছেন।" তখন বারক তাবোর পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলেন। ... বারব যখন হামলা করলেন তখন তাঁর সামনে মাবুদ সীষরা ও তাঁর সমস্ত রথ ও সৈন্য সামন্তকে বিশৃঙ্খল করে দিলেন। তখন সীষরা তাঁর রথ ফেলে পালিয়ে গেলেন। বারক কিন্তু হরোশৎ-হগোয়িম পর্যন্ত তাদের রথ ও সৈন্যদলের পিছনে তাড়া করে গেলেন। সীষরার সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করা হল, একজনও বাকী রইল না।

সীষরা দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে কেনীয় হেবরের স্ত্রী যায়েলের তাম্বুতে গিয়ে উঠলেন, কারণ হাৎসোরের বাদশাহ যাবীন এবং কেনীয় হেবরের বংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সীষরাকে ডেকে আনবার জন্য যায়েল তাম্বু থেকে বের হয়ে তাঁকে বলল, "হে আমার প্রভু, আসুন, ভিতরে আসুন; আপনি ভয় পাবেন না।" কাজেই সীষরা তার তাম্বুতে ঢুকলেন আর যায়েল তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখল। সীষরা বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে, আমাকে একটু পানি দাও।" যায়েল দুধ রাখবার চামড়ার থলি খুলে তাঁকে দুধ খেতে দিল ও তারপর আবার তাকে ঢেকে রাখল। তারপর সীষরা তাকে বললেন, "তুমি তাম্বুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে ভিতরে কেউ আছে কি না তবে তাকে বলবে, 'নেই।' পরে সীষরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় যায়েল তাম্বুর একটা গোঁজ আর হাতুড়ী নিল। তারপর চুপিচুপি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালের একপাশ দিয়ে গোঁজটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল যে, সেটা মাটিতে গেঁথে গেল। তাতে সীষরা মারা গেলেন। বারক সীষরাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তখন যায়েল তাঁকে ডেকে আনবার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "আসুন, আপনি যাকে তালাশ করছেন আমি তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বারক তার সংগে ভিতরে গিয়ে দেখলেন সীষরা মরে পড়ে আছেন আর তাঁর কপালে তাম্বুর গোঁজটা ঢুকে আছে।" (কাজীগণ ৪/১-২২)

যদিও যায়েল প্রতারণার মাধ্যমে আশ্রিতকে হত্যা করেছেন, বাইবেলে তাকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করা হয়েছে: "মোবারক (হোক) কেনীয় হেবরের স্ত্রী যায়েল, মোবারক সে স্ত্রীলোকদের মধ্যে; সে তাম্বুবাসী স্ত্রীলোকদের মধ্যে মোবারক। সীষরা পানি চাইলে সে তাকে এনে দিল দুধ ... পরে সে হাতে নিল তাম্বু বাঁধার গোঁজ, আর ডান হাতে ধরল কামারের হাতুড়ী; সে সীষরাকে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিল আর কপালে বিঁধিয়ে দিল সেই গোঁজখানা। ....।" (কাজীগণ ৫/২৪-২৬)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14622

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন